এজিদীদের মন্দ স্বভাব
19-August-2021
সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)
(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ غَداً رَاضِياً، فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ অর্থাৎ যার এটা পছন্দ হয় যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় **আল্লাহ পাক** তার প্রতি সন্তুষ্ট

www.dawateislami.net

থাকুক, তবে তার উচিৎ যে, আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। (ফেরদাউসুল আখবার, ২/২৮৪, হাদীস ৬০৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমাদের বয়ানের বিষয় হলো **"এজিদীদের মন্দ স্বভাব"**, এই বয়ানে আমরা সাহাবার শত্রুদের শিক্ষনীয় পরিনতি, পাপিষ্ঠ এজিদ এবং তার অনুসারীদের কুসংস্কার এবং অসংখ্য শিক্ষনীয় পয়েন্ট শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। **আল্লাহ পাক** যেনো সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শুনা নসীব করো। আমিন

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা পাওয়ার উপায়!

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, একবার **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসেন, **তাঁর** সাথে হাসানাঈন করীমাইনও رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ডান কাঁধে

www.dawateislami.net

অপরজন বাম কাঁধে বসে ছিলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুজনকেই পালাক্রমে চুমু দিচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি তাঁদের ভালবাসেন? **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! যে ব্যক্তি এদের ভালবাসলো, মূলত সে আমাকে ভালবাসলো এবং যে ব্যক্তি এদের সাথে শত্রুতা পোষন করলো, মূলত সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করলো।

(মুস্তাদরিক, কিতাবুল মা'রিফাতিস সাহাবীয়াতি, ৪/১৫৬, হাদীস ৪৮৩০)

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে রাসূলের ভালবাসার এই গুণাবলী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে দান করা হয়েছিলো, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সারা জীবন তা আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন, যখন মারওয়ান বিন হাকম হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দরবারে তাঁর ওফাতের সময় উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: "যখন থেকে আপনার সঙ্গ গ্রহন করেছি, আমি আপনার মধ্যে হযরত হাসানাঈন করীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর ভালবাসা খুবই বেশী পরিমাণে পেয়েছি।" এ কথা শুনে হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অধৈর্য হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন: একবার আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কোথাও যাওয়ার জন্য বের হলাম, কিছুদূর যাওয়ার পর **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাসানাঈন করীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর কান্নার আওয়াজ শুনলেন এবং তাঁরা দু'জন তখন তাঁদের আম্মাজনের নিকট ছিলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাড়াতাড়ি পথ চলে তাঁদের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আমি **তাঁকে** সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: আমার সন্তানদের কি হলো? আরয করা হলো: পিপাসা (অর্থাৎ পিপাসার কারণে দু'জনেই কান্না করছে।) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পানি নেয়ার জন্য

www.dawateislami.net

মশকের দিকে গেলেন, কিন্তু সেখানে পানি ছিলো না কেননা তখন পানির খুবই হাহাকার ছিলো যে, লোকেরাও সর্বদা পানির খোঁজে থাকতো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকেদের ডেকে বললেন: তোমাদের কারো নিকট কি পানি আছে? সকলেই কুঁজার সাথে (আরোহীদের বসার জন্য উটের পীটে বানানো আসনের সাথে) ঝুলে থাকা মশকে দেখলো কিন্তু তাঁরা এক ফোঁটাও পেলো না, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খাতুনে জান্নাত, সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে ইরশাদ করলেন: এক বাচ্চা আমাকে দাও। খাতুনে জান্নাত সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এক বাচ্চাকে পর্দার নিচে দিয়ে দিলেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিয়ে বুকের সাথে লাগালেন কিন্তু সে কঠিন পিপাসায় কাঁদতেই রইলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মুখে নিজের জিহ্বা মুবারক লাগিয়ে দিলে সে তা চুষতে লাগলো, এমনকি পিপাসা দুর হয়ে গেলো, (হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন) আমি দ্বিতীয়বার তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনিনি, আর অপরজন (শাহাজাদা) এভাবেই কাঁদতে রইলো, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তাঁকেও আমার নিকট দাও।" খাতুনে জান্নাত সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাঁকেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট দিয়ে দিলেন। **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাথেও অনুরূপ আচরণ করলেন, (অর্থাৎ তাঁর মুখেও নিজের মুবারক জিহ্বা লাগিয়ে দিলে তাঁরও পিপাসা নিবারণ হয়ে চুপ হয়ে গেলো) এরপর দুই শাহাজাদা এমনভাবে চুপ হয়ে গেলো যে, দ্বিতীয়বার তাঁদের কান্নার আওয়াজ আর শুনিনি। হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরো বলেন: আমি তাঁদের কেন ভালবাসবো না, যেখানে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁদের সাথে এরূপ আচরণ করতে দেখেছি। **(মু'জামুল কবীর, ৩/৫০, হাদীস ২৬৫৬)**

www.dawateislami.net

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এই মূলনীতিটি ভালভাবে মনে গেঁথে নিন যে, যেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং পবিত্র আহলে বাইতদের ভালবাসা দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির উপায়, তেমনিভাবেই তাঁদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করাতে ধ্বংসই ধ্বংস।

সাহাবীদের সাথে শত্রুতার পরিনতি

এক ব্যক্তি হযরত সা'আদ বিন আবি ওয়াকাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সামনে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শানে বেআদবী ও অভদ্রতা মূলক বাক্য বলতে লাগলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তুমি তোমার এই মন্দ আচরণ বন্ধ করো, নয়তো তোমার জন্য বদ দোয়া করবো। সেই নির্ভীক বেআদব লোকটি বলে দিলো যে, আপনার বদ দোয়ার কোন তোয়াক্কা করি না। আপনার বদ দোয়া আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং তিনি সেই মুহুর্তেই এই দোয়া করলেন যে, **হে আল্লাহ!** যদি এই ব্যক্তি **তোমার প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবীদের অপমান করে থাকে তবে আজই তাকে **তোমার** কহর ও গযবের নিদর্শন দেখাও, যেন অন্যরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহন করতে পারে। এই দোয়ার পর যখনই সে মসজিদ থেকে বের হলো, তখন হঠাৎ এক পাগলা উট দৌড়ে আসলো এবং তাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছাড় মারলো আর তার উপর বসে এমনভাবে জোড়ে জোড়ে চাপতে লাগলো যে, তার পাঁজরের হাঁড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো এবং সে তখনই মরে গেলো। এই দৃশ্য দেখে লোকেরা দৌড়ে গিয়ে হযরত সা'আদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে মুবারকবাদ দিতে লাগলেন যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে এবং সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শত্রু ধ্বংস হয়ে গেলো।

(দালাইলুন নবুয়ত লিল বায়হাকী, ৬/১৯০)

www.dawateislami.net

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! শুনলেন তো আপনারা যে, সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শানে সামান্যতম বেআদবী করার পরিণাম কত ভয়ানক এবং শিক্ষামূলক হয়, আসলেই এটাই সত্যি যে, **আল্লাহ** ওয়ালাদের শানে বেআদবী করা বা তাঁদের কোন রূপ কষ্ট দেয়া, **আল্লাহ পাকের** আযাবকে দাওয়াত দেয়ার মতো কাজ। সেই সব বুযুর্গদের শানে অভদ্রতা ও বেআদবীকারী দুনিয়ায় তো অপদস্ত হবেই, আখিরাতেও অপমান তার নিয়তি হবে।

এরূপ বদনসীবদের মধ্যে পাপিষ্ঠ এজিদ এবং তার অনুসারীরাও রয়েছে, যারা শুধু সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان অবজ্ঞা করেনি বরং তাদের কপালে আহলে বাইতে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان অন্যায়ভাবে হত্যা করার কালো দাগও রয়েছে এবং সর্ব যুগে দুনিয়ায়ে ইসলাম যাদের নিন্দা করতে থাকবে আর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নাম ঘৃণা ভরে নেয়া হবে।

পাপিষ্ঠ এজিদ এবং তার অনুসারীদের কর্মকান্ড

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: শাহাজাদায়ে কাওনাইন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর মুবারক অস্তিত্ব এজিদের স্বাধীনতার হিসেব গ্রহনকারী ছিলো, সে জানতো যে, তাঁর (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) মুবারক যুগে এজিদের প্রকাশ্যে খেলার সুযোগ হবে না এবং তার কোনই উল্টো আচরণ ও ভ্রষ্ট কর্মকান্ড হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সহ্য করবেন না, সে দেখতো যে, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর মতো দ্বীনদারের চাবুক সর্বদা তার মাথার উপর ঘুরছে, এই কারণেই সে আরো বেশী ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর প্রানের শত্রু হয়ে গিয়েছিলো এবং এই কারণেই হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর শাহাদত তার জন্য সুখকর ছিলো।

www.dawateislami.net

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শহীদ হতেই, এজিদ একেবারে স্বাধীন হয়ে গেলো এবং বিভিন্ন ধরণের গুনাহের ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেলো। হারাম কাজ (ধর্ষন), ভাই বোনের বিয়ে, সুদ, মদ্যপান প্রকাশ্য ভাবে প্রতিষ্টিত হয়ে গেলো, নিয়মিত নামায পড়া উঠে গেলো, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা অত্যধিক হারে বেড়ে গেলো, ব্যভিচার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেলো যে, মুসলিম বিন ওকবাকে বার হাজার (১২০০০) বা বিশ হাজার (২০০০০) সৈন্য নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা অবরুদ্ধ করতে পাঠালো। এই হতভাগা সৈন্যরা মদীনা মুনাওয়ারায় এমন ধ্বংসজজ্ঞ চালালো যে, **আল্লাহ**র পানাহ! হত্যা-লুণ্ঠন এবং বিভিন্ন অত্যাচার, **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীদের সাথে করেছে। সেখানকার অধীবাসিদের ঘর লুট করেছে, সাতশো (৭০০) সাহাবাকে عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان শহীদ করেছে এবং অন্যান্য সাধারণ অধিবাসী মিলিয়ে দশ হাজারেরও (১০০০০) বেশী শহীদ করেছে, যুবকদের বন্দি করে নিয়ে গেছে, এমন এমন অসাদাচারণ করেছে যে, যা বর্ণনা করা অসম্ভব। মসজিদে নববী শরীফের স্তম্ভের সাথে ঘোড়া বেধেঁছে, তিনদিন পর্যন্ত মানুষ মসজিদে নববী শরীফে নামায আদায় করতে পারেনি। শুধুমাত্র হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পাগল সেজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হানযালা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: এজিদ বাহিনীর মন্দ আচরণ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, আমার মনে হচ্ছিলো যেনো এই ব্যভিচারের জন্য আসমান থেকে পাথর না বর্ষন হয়। (আস সাওয়ায়েকেল মাহরাকা, ২২১ পৃষ্ঠা) অতঃপর এই কুচক্রী বাহিনী মক্কায়ে মুকাররমার দিকে যাত্রা করে, পথে বাহীনির আমির মরে গেলো অতঃপর আরেকজনকে তার স্থলাবিষিক্ত করা হলো। মক্কায়ে মুকাররমায় পৌঁঝে সেই বেদ্বীনরা মিনজানিক

www.dawateislami.net

(মিনজানিক হলো পাথর নিক্ষেপের একটি অস্ত্র, যা দ্বারা পাথর ছুড়ে মারা হয়, এর শক্তি খুবই বেশী এবং অনেক দূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করা যায়) দ্বারা পাথরের বর্ষণ করা হয়। এই পাথর বর্ষণের কারণে হারাম শরীফের উঠোন মুবারক পাথরে ভরে যায় এবং মসজিদে হারামের খুঁটি ভেঙ্গে যায় আর সম্মানিত কাবার গীলাফ শরীফ এবং ছাদ এই বেদ্বীনরা জ্বালিয়ে দেয়। এই ছাদে সেই দুম্বার শিংও তাবারুক স্বরূপ সংরক্ষিত ছিলো, যা হযরত ইসমাইল عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর ফিদিয়া স্বরূপ কোরবানী করা হয়েছিলো, সেই শিংও জ্বলে গিয়েছিলো, সম্মানিত কাবা অনেকদিন পর্যন্ত গীলাফ বিহীন অবস্থায় ছিলো এবং সেখানকার অধিবাসীরা (এজিদ বাহিনীর পক্ষ থেকে আসা) কঠিন বিপদে লিপ্ত ছিলো।

(সাওয়ানেহে কারবালা, ১৭৭-১৭৯ পৃষ্ঠা)

এজিদের ভ্রান্ত কর্মকান্ড

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! শুনলেন তো আপনারা যে, পাপিষ্ঠ এজিদ তার শাসনামলে মন্দ আচরণের প্রমান স্বরূপ অনেক অশ্লীলতাকে প্রসার করেছিলো, যেমন; মাহারিমের (সেই আত্মীয় যাদের সাথে বিয়ে হারাম) সাথে বিয়ে এবং সুদ ইত্যাদিকে এই বেদ্বীন প্রকাশ্যে অনুমোদন দিয়েছিলো, মদীনা মুনাওয়ারা ও মক্কায়ে মুকার্‌রমার অসম্মান করিয়েছে, সাহাবায়ে কিরাম ও সম্মানিত আহলে বাইতদের অত্যাচার নিপীড়ন করার পর শহীদ করিয়েছে, গান বাজনা শুনা, মদ্যপান করা, নামায না পড়া ইত্যাদি, মোটকথা এই হতভাগা ঐ সকল কাজ করতো, যা পবিত্র শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে মানুষ সম্মান এবং প্রসিদ্ধি, ধন-সম্পদ এবং শাসনভার পাওয়াতে নির্ভীক ও অবাধ্য হয়ে যায় অতঃপর ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে দূরে

www.dawateislami.net

এবং দুনিয়ার নিকটবর্তী হয়ে যায়, নিজের সিংহাসন ও মুকুট অক্ষত রাখার জন্য **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা এবং **তাঁর** প্রিয় ভাজনদের সাথে বেআদবী করাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। পাপিষ্ঠ এজিদও ক্ষমতার লোভে মত্ত হয়ে এমন অবাধ্য হলো যে, مَعَاذَ الله সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শানে অভদ্রতা প্রদর্শন করলো, তাঁদের অত্যাচার করলো, তাঁদের মনে কষ্ট দিলো, অথচ সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان তো সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁদের শান ও মহত্ব সম্পর্কে স্বয়ং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَكۡرِمُوا اَصۡحَابِي فَاِنَّهُمۡ خِيَارُكُمۡ অর্থাৎ আমার সাহাবাদের (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) সম্মান করো, কেননা তাঁরা তোমাদের মধ্যে নেককার লোক। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ২/৪১৩, হাদীস ৬০১২) **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরো ইরশাদ করেন: خَيۡرُاُمَّتِي اَلۡقَرۡنُ الَّذِيۡنَ يَلُوۡنِي ثُمَّ الَّذِيۡنَ يَلُوۡنَهُمۡ ثُمَّ الَّذِيۡنَ يَلُوۡنَهُمۡ অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) অতঃপর তাঁদের পরবর্তী লোকেরা (অর্থাৎ তাবেঈন) অতঃপর তাঁদের পরবর্তী লোকেরা (অর্থাৎ তাবে তাবেঈন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن)।"

(মুসলিম, ১০৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৩৭২)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এজিদের মন্দ স্বভাব ও এর কারণ

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! পাপিষ্ঠ এজিদ সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মুবারক যুগ পেয়েও তাঁদের সঙ্গ গ্রহন করতে পারেনি এবং না তাঁদের সম্মান করে নিজের আখিরাতের মুক্তির উপায় বানাতে পেরেছে, বরং সে **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র পরিবার পরিজনদের উপর অত্যাচরের ষ্টিম রোলার চালিয়েছে এবং তাঁদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। পাপিষ্ঠ এজিদ এসব মুকুট ও ক্ষমতা এবং

www.dawateislami.net

দুনিয়াবী ধন-সম্পদের লোভে করেছে, কেননা এই জালিমের ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র সত্তাকে নিজের ক্ষমতার জন্য বিপদ মনে করতো, অথচ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এই ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার সাথে কিইবা সম্পর্ক! তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তো কালও উম্মতে মুসলিমার অন্তরের সম্রাট ছিলেন, আজও আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। কিন্তু সেই হতভাগা এজিদ ধন-সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে নিজের আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়াও ধ্বংস করে দিলো। আসলেই **দুনিয়ার ভালবাসাই** সকল ফিতনা ও ফ্যাসাদের কারণ, এই সকল ধ্বংসযজ্ঞ **দুনিয়ার ভালবাসার** জন্যই হয়েছিলো, **দুনিয়ার ভালবাসা** মানুষকে জালিম বানিয়ে দেয়, **দুনিয়ার ভালবাসা** মনুষত্বকে অনুভুতিহীন এবং নির্ভীক বানিয়ে দেয়, **দুনিয়ার ভালবাসা** মানুষের অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দেয়, **দুনিয়ার ভালবাসা** আমলকে নষ্ট করে দেয়, **দুনিয়ার ভালবাসা** দ্বীনের ক্ষতি সাধনের কারণ, **দুনিয়ার ভালবাসা** গোমরাহীর কারণ, **দুনিয়ার ভালবাসা** মানুষকে নেককাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, **দুনিয়ার ভালবাসাই** গুনাহের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে দেয়। মোটকথা **দুনিয়ার ভালবাসায়** কোন প্রকার কল্যাণ নেই। আসুন! দুনিয়ার নিন্দা সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

১. দুনিয়ার ভালবাসা সকল গুনাহের মূল।

(মওসুআতু ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/২২, হাদীস ৯)

২. ছয়টি (৬) জিনিষ আমলকে নষ্ট করে দেয়: (১) সৃষ্টির দোষসমূহের পিছে লেগে থাকা, (২) অন্তরের কঠোরতা, (৩) দুনিয়ার ভালবাসা, (৪) লজ্জা কমে যাওয়া, (৫) উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং (৬) সীমাতিরিক্ত অত্যাচার করা। **(কানযুল উম্মাল, ৮/৩৬, ১৬তম অংশ, হাদীস ৪৪০১৬)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আপনারা শুনলেন যে, দুনিয়া কিরূপ নিকৃষ্ট একটি বস্তু, সুতরাং একে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা নির্বুদ্ধিতা, কেননা **আল্লাহ পাকে**র নিকট দুনিয়ার গুরুত্ব তো আসলে মাছির ডানার সমতুল্যও নয়, বরং এই দুনিয়া তো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র, যদি আমরা এতে উত্তম আমল রূপে বীজ বপন করি তবে আখিরাতে প্রতিদান ও সাওয়াব রূপে ফসল কাটতে পারবো। সুতরাং নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ানো, ধন ভান্ডার জমা করা, উন্নত দামী গাড়ীতে ঘুরা, অন্যের সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়া এবং আত্মগর্বের সাথে থাকার লোভ করার পরিবর্তে, **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে যে নেয়ামত দান করা হয়েছে তাতে তুষ্ট হয়ে **তাঁর** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে লোভের কর্দমাক্ততা থেকে নিজেকে বাঁচানো উচিৎ।

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! দুনিয়াবী ধন-সম্পদ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করার পরিবর্তে আখিরাতের নেয়ামত পাওয়ার জন্য অধিকহারে নেককাজ করুন এবং দুনিয়ার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করুন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আরয করলেন: আমাদের মধ্যে উত্তম কে? ইরশাদ করলেন: اَزۡهَدُكُمۡ فِى الدُّنۡيَا وَاَرۡغَبُكُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সে, যে দুনিয়ার প্রতি বেশী উদাসীন এবং আখিরাতের প্রতি বেশী ধাবিত।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩৪৩, হাদীস ১০৫২১)

দুনিয়ার প্রতি অনীহা কাকে বলে?

হযরত আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: দুনিয়া নশ্বর এবং ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে অনীহা প্রকাশ করা এবং আখিরাতের মাহাত্ম্য ও অবিনশ্বরতার কারণে আখিরাতের প্রতি আগ্রহ রাখা। বুদ্ধিমান সে, যে দুনিয়া ও দুনিয়ার ময়লা আবর্জনা থেকে

www.dawateislami.net

নিজেকে বাচাঁয় এবং দুনিয়াকে নিজের খাদেম বানায়, প্রয়োজন অনুযায়ী দুনিয়া অর্জন করে এবং তাছাড়া দুনিয়া থেকে দূরে থাকে, কেননা যখন কেউ দুনিয়া থেকে মূখ ফিরিয়ে নেয় তবে দুনিয়া তার নিকট অপদস্ত হয়ে ফিরে আসে, যে ব্যক্তি দুনিয়া অর্জনের জন্য যতোই দুনিয়ার পেছনে ছুটতে থাকে, দুনিয়া ততই তাকে ছুটাতে থাকে, যেমন সুর্যের দিকে মূখ করে পথ চলা ব্যক্তির পেছনে পেছনে তার ছায়াও আসে এবং সূর্যের দিক পিঠ করে চলা ব্যক্তির আগে আগে তার ছায়া চলতে থাকে, যদি এই ব্যক্তি নিজের আগে আগে চলা ছায়াকে ধরার চেষ্টা করে তবে কখনো সফল হবে না।

(ফয়যুল কদীর, ৩/৬৬৬, ৪১১৪ নং হাদীসের পাদটিকা)

না দ্বীন রইলো, না দুনিয়া

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এটাই সত্যি যে, যারা দুনিয়ার পেছনে ছুটে, তখন দুনিয়া তাকে নিজের পেছনে আরো ছুটায় এবং সে দুনিয়া ভালবাসায় অবাধ্য হয়ে ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়, আর দুনিয়াও তার হতে আসেনা। ঠিক এমনি এজিদীদের সাথেও হয়েছে, যারা দুনিয়ার ভালবাসায় রাসূলের নাতি ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং তাঁর পরিবারের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গেছে, তাঁদের জন্য পানি বন্ধ করেছে আর খুবই নির্মমতার সহিত ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে তাঁর সাথীদেরসহ শহীদ করেছে। সেই দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীরা তাঁদের সাথে এত বড় ও নির্মম অত্যাচার তো করেছে কিন্তু তাদের হাতেও কিছুই আসেনি, অনেকে তো সেই কারবালার ময়দানেই শিক্ষনীয় নিদর্শন হয়ে গেছে আর অনেকে পরবর্তিতে নিজের মন্দ পরিণতি ভোগ করেছে। এবার আমরা কিছু ঐ দূর্ভাগার পরিনাম সম্পর্কে শুনবো, যারা কারবালার ময়দানেই নিজেদের পরিণতি ভোগ করেছে।

www.dawateislami.net

ঘোড়া অশ্লিল বক্তাকে আগুনে নিক্ষেপ করলো

আমার শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর পুস্তিকা **"ইমাম হোসাইনের কারামত"** এর ৮ম পৃষ্ঠায় লিখেন: ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশে মকাম, ইমামে হুমাম, ইমামে তৃষ্ণাকাম, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আশুরার দিন অর্থাৎ ১০ই মুহাররামুল হারাম, শুক্রবার, ৬১ হিজরী এজিদ বাহিনীর প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করার জন্য যখন কারবালার ময়দানে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর মজলুম কাফেলার তাবু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে খননকৃত পরীখায় প্রজ্জলিত আগুনের দিকে ইঙ্গিত করে বেয়াদব এজিদী (মালিক বিন উরওয়াহ) বেপরোয়াভাবে বকাবকি করতে লাগল: **"হে হোসাইন**! তুমি জাহান্নামের আগুনের পূর্বে এখানেই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছো।" তার কথার উত্তরে হযরত ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: "كَذَّبْتَ يَا عَدُوَّ الله" অর্থাৎ **হে আল্লাহর** শত্রু! তুই মিথ্যুক। তোর কি ধারণা (مَعَاذَ الله) আমি দোযখে যাবো! ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কাফেলার একজন নিবেদিত প্রাণ যুবক (হযরত) মুসলিম বিন আওসাজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর নিকট সেই নরাধমের মুখে তীর নিক্ষেপের অনুমতি প্রার্থনা করলো। হযরত ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁকে তীর নিক্ষেপের অনুমতি দিলেন না যে, আমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করতে চাই না। অতঃপর ইমামে তৃষ্ণাকাম (অর্থাৎ পিপাসার্ত ইমাম) رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হাত উত্তোলন করে **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করলেন: "হে রব্বে কাহ্হার! তুমি এ পাপিষ্ঠকে পরকালে দোযখের আগুনের শাস্তি দেয়ার পূর্বে ইহকালেও আগুনের শাস্তি প্রদান করো।" **সাথে সাথেই দোয় কবুল**

www.dawateislami.net

হলো এবং তার ঘোড়ার পা মাটির একটি গর্তে পতিত হলো, যার ফলে ঘোড়াটি প্রচন্ড ধাক্কা খেলো আর নরাধম ও বেয়াদব ঘোড়ার পিঠ থেকে পরে গেলো, তার পা ঘোড়ার রেকাবের সাথে আটকে গেলো, ঘোড়া তাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে সেই আগুনের পরীখায় নিক্ষেপ করলো! আর সে বদ নসীব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সিজদায়ে শোকর আদায় করলেন, **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা করলেন এবং আরয করলেন: **"হে দয়ালূ আল্লাহ!** তোমার কৃতজ্ঞতা যে, তুমি রাসূল পরিবারের শত্রুকে শাস্তি দিয়েছো।" (সাওয়ানেহে কারবালা, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

কালো বিচ্ছু দংশন করলো

বেয়াদব ও অশ্লিল আচরণকারী এজিদীর সাথেসাথেই মর্মান্তিক পরিণতি দেখার পরও শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে এটাকে নিছক একটি দুর্ঘটনা বলে মনে করলো, এক বেয়াদব এজিদী বললো: **আল্লাহর রাসূলের** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাথে আপনার কি সম্পর্ক? একথা শুনে ইমামের মনে খুবই কষ্ট পেলেন এভং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দোয়া করলেন: **"হে রাব্বে জব্বার!** এই বেয়াদবকে তোমার আযাবে গ্রেফতার করে নাও।" দোয়ার প্রভাব সাথেসাথেই প্রকাশ পেলো, সেই অশ্লিল বক্তার হঠাৎ প্রাকৃতিক ডাকে সারা দেয়ার প্রয়োজন হলো, দ্রুত ঘোড়া থেকে নেমে একদিকে দৌঁড়ে গেলো এভং উলঙ্গ হয়ে বসে গেলো, **হঠাৎ একটি কালো বিচ্ছু তাকে দংশন করলো, অপবিত্রতা অবস্থায় ছটফট করতে লাগলো, প্রচন্ড লাঞ্চনা অবস্থায় নিজের সৈন্যদের সামনেই সেই অশ্লিল বক্তার প্রাণ বেরিয়ে গেলো।** কিন্তু এই পাথর হৃদয় ও নির্লজ্জদের শিক্ষা হলো না, এই ঘটনাকেও তারা নিছক একটি দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দিলো।

(সাওয়ানেহে কারবালা, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! জানা গেলো যে, দুনিয়ার ভালবাসায় ক্ষতিই ক্ষতি, যে দুনিয়ার পেছনে ছুটে, দুনিয়া তাকে ছাড়ে না আর যেই সৌভাগ্যবানরা দুনিয়ার প্রতি অনিহা প্রকাশ করে তবে দুনিয়া স্বয়ং তাদের কদমে চলে আসে। দুনিয়ার ভালবাসার পিছু ছাড়াতে এবং আখিরাতের চিন্তা জাগ্রত করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে শরীয়ত ও সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য নসীব হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য **৭২টি নেক আমল** প্রশ্নোত্তর আকারে প্রদান করেছেন, এই অনুযায়ী আমল করার মানসিকতা তৈরী করুন, এই ৭২টি নেক আমলের মধ্যে ৯ নম্বর নেক আমলটি হলো যে, আপনি কি আজ **চোখকে গুনাহ সমূহ** (অর্থাৎ কু-দৃষ্টি, সিনেমা নাটক, মোবাইলে খারাপ ছবি ও ভিডিও, নামুহরিম মহিলা এবং কাজিনদের দেখা) থেকে বাঁচিয়েছেন?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাপিষ্ঠ এজিদের মন্দ কর্মকান্ডের বয়কট

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! পাপিষ্ঠ এজিদ যে সমস্ত মন্দ কার্যক্রম প্রকাশ্যভাবে চালু করেছিলো, দূর্ভাগ্যজনক ভাবে বর্তমানে সেই সমস্ত কার্যাদি আমাদের সমাজেও প্রসার হচ্ছে, অথচ আমাদের পবিত্র দ্বীন আমাদেরকে এই সকল মন্দ কর্মকান্ড থেকে বাঁচার শিক্ষা দিচ্ছে। আসুন! এজিদের বানানো কয়েকটি মন্দ কাজ সম্পর্কে শুনি:

www.dawateislami.net

এজিদের একটি মন্দ কাজ হচ্ছে মদ্যপান

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এজিদের মন্দ স্বভাবের মধ্যে একটি হচ্ছে মদ্যপান। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মদ পান করা অকাট্য হারাম এবং এটা হালাল মনে করে পান করা কুফরী। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের সমাজে এই মন্দ কাজটিও প্রসারতা লাভ করছে। মনে রাখবেন! মদ্যপান সকল গুনাহের মূল, মদ পান করে মানুষ সকল গুনাহে সহজেই লিপ্ত হতে পারে, কেননা মদ্যপায়ীর হুশ থাকে না এবং সে ভাল মন্দের পার্থক্য করার জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে। মদ কি এমন মোহ খাওয়ায়? আসুন! এরই প্রেক্ষিতে একটি হাদীস শরীফ শ্রবণ করি:

মদ কি এমন মোহ করলো

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: গুনাহের মূল (অর্থাৎ মদ) থেকে বাচোঁ, কেননা তোমাদের পূর্বে এক ব্যক্তি ছিলো, যে **আল্লাহ পাকে**র ইবাদত করতো এবং মানুষের থেকে দূরে থাকতো, এক মহিলা তার প্রেমে পড়ে গেলো এবং তার নিকট খাদিমকে বলে পাঠালো যে, আমি তোমাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকছি। সুতরাং সে সেখানে পৌঁছে গেলো। যখনই সে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতো তবে তার জন্য তা বন্ধ করে দেয়া হতো এবং সেখানে কাঁচের এক বড় পাত্র ছিলো, যাতে মদ সাজানো ছিলো। এই মহিলা আবিদকে বললো: "আমি তোমাকে কোনরূপ সাক্ষ্য দেয়ার জন্য নয় বরং এই জন্যইে ডকেছি যে, তুমি এই যুবককে হত্যা করে আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে অথবা শুধুমাত্র এক চুমুক মদ পান করবে, যদি তুমি অস্বীকার করো তবে আমি চিৎকার করবো এবং তোমাকে অপমান অপদস্ত করবো।" যখন এই ব্যক্তি দেখলো

www.dawateislami.net

যে, তার নিকট এই মহিলা থেকে বাঁচার কোন পথ নেই, তখন সে বললো: "আমাকে মদ পান করিয়ে দাও।" মহিলাটি এক চুমুক মদ পান করালো তখন সে আরো চাইলো, ব্যস সে এইভাবে মদ পান করতে রইলো, এমনকি এই মহিলার সাথে ব্যভিচারেও লিপ্ত হলো এবং সেই যুবককে হত্যাও করলো। সুতরাং মদ্যপান করা থেকে বেঁচে থাকো, নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** শপথ! ঈমান ও মদ্যপান দু'টি কোন ব্যক্তির মাঝে একত্রিত হতে পারে না, হ্যাঁ! শীঘ্রই একে অপরকে বাহিরে বের করে দিবে। (ইবনে হাব্বান, ৭/৩৬৭, হাদীস ৫৩২৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এজিদের দ্বিতীয় মন্দ স্বভাব, গান-বাজনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! পাপিষ্ঠ এজিদের আরো একটি মন্দ স্বভাব এটাও ছিলো যে, সে গান-বাজনা শুনায় অভ্যস্থ ছিলো অথচ গান বাজনা শুনা নাজায়িয, কঠিন হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

হাদীস শরীফে এই মন্দ কাজটির নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। আসুন! এসম্পর্কে তিনটি বর্ণনা শ্রবণ করি:

১. যে ব্যক্তি কোন গায়কের পাশে বসে গান শুনে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দিবেন।

(কানযুল উম্মাল, ১৫/৯৬, হাদীস ৪০৬৬২)

২. গান বাজনা থেকে নিজেকে বাঁচাও, কেননা তা কামভাব জাগ্রত করে এবং লজ্জাবোধ নষ্ট করে দেয় আর তা মদের সমকক্ষ, এতে নেশার মতো প্রভাব রয়েছে। (তাফসীরে দুররে মনসুর, ৬/৫০৬। শুয়াবুল ঈমান, ৪/২৮০, হাদীস ৫১০৮)

www.dawateislami.net

৩. গান এবং কৌতুক অন্তরে এমনভাবে কপটতা সৃষ্টি করে, যেমনভাবে পানি সবজি উদ্গীরন করে। শপথ সেই পবিত্র সত্তার যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় কোরআন এবং **আল্লাহ**র যিকির অন্তরে এমনভাবে ঈমান উদ্গীরন করে, যেমনিভাবে পানে সবজি উদ্গীরন করে। **(মুসনাদিল ফেরদাউস, ২/১০১, হাদীস ৪২০৪)**

আল্লাহ পাক আমাদেরকে গান বাজনার ভয়াবহতা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করো এবং সর্বদা নাত ও তিলাওয়াত, সুন্নাতে ভরা বয়ান, মাদানী মুযাকারা এবং মাদানী চ্যানেলের ঈমানোদ্দীপক অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এজিদের তৃতীয় মন্দ স্বভাব, সুদ

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! পাপিষ্ঠ এজিদের মন্দ কর্মকান্ডের মধ্যে একটি মন্দ কাজ এটাও ছিলো যে, সে সুদের মতো ঘৃণিত গুনাহকে ব্যাপকভাবে প্রসার করেছিলো, অথচ সুদ অকাট্য হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এর হারাম হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফির এবং যে হারাম জেনেও এই রোগে আক্রান্ত হয়, সে ফাসিক এবং তার সাক্ষ্য অগ্রহনযোগ্য। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে এই গুনাহটিও আমাদের সমাজে দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! একটি বিষয় মনে রাখবেন যে, ঔষধ খাওয়া হলেই তবে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয়।

www.dawateislami.net

আর আমরা চাই যে, ঔষধও খাবো না এবং রোগও ভাল হয়ে যাক। মেনে নিলাম যে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য পুরো সমাজকে সুদ এবং অন্যান্য মন্দ কাজগুলো থেকে পবিত্র করা জরুরী, কিন্তু মনে রাখবেন! সমাজ এক একজন মানুষ দ্বারা গঠিত, যতক্ষন আমি নিজের সংশোধনের চেষ্টা করবো না, পুরো সমাজের সংশোধন কিভাবে হবে? আসুন! এবার সুদের নিন্দা সম্বলিত কয়েকটি বর্ণনা শ্রবণ করি:

১. **ইরশাদ হচ্ছে:** সূদ (এর গুনাহ) সত্তর (৭০) ভাগে বিভক্ত, এর মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তরটি হলো যে, কোন ব্যক্তি যেনো নিজের মায়ের সাথে যেনা করলো। (ইবনে মাজাহ, ৩/৭২, হাদীস ২২৭৪)

২. **ইরশাদ হচ্ছে:** (প্রকাশ্য ভাবে) সূদ যদিও বেশী হয়, শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি কমের উপরই হয়। (মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/১০৯, হাদীস ৪০২৬)

৩. **ইরশাদ হচ্ছে:** কিয়ামতের দিন সূদ খোরদেরকে এই অবস্থায় উঠানো হবে যে, সে পাগল ও আতঙ্ক অবস্থায় থাকবে।

(মু'জামু কবীর, ১৮/৬০, হাদীস ১১০)

৪. **ইরশাদ হচ্ছে:** যে সম্প্রদায়ে সূদের প্রসার হয়, সে সম্প্রদায়ে পাগল হওয়ার প্রবণতা প্রসার হয়। (কিতাবুল কাবায়ির লিয যাহবী, ৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাপিষ্ঠ এজিদের চতূর্থ মন্দ কাজ, নামায না পড়া

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! পাপিষ্ঠ এজিদ যে সকল মন্দ কাজে লিপ্ত ছিলো, তার মধ্যে একটি এটাও ছিলো যে, সে নামাযই পড়তো না এবং যদিও পড়তো তবে তা কাযা করে পড়তো, অথচ নামায কাযা করে পড়াও গুনাহ এবং না পড়া তো এর চেয়েও বড় গুনাহ। বর্তমান যুগে এই গুনাহও একেবারে ব্যাপকভাবে প্রসারতা লাভ করেছে।

www.dawateislami.net

প্রথমত আমাদের অধিকাংশই নামায আদায়ে উদাসীন এবং **হুকুকুল্লাহ** নষ্ট করার দিকে ধাবিত আর যে কয়েকজন নামায পড়েও, তাদের মধ্যে হয়তো অনেক বড় একটি অংশ সঠিকভাবে নামায পড়তে পারে না। অথচ নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার গুরুত্ব এই বিষয়টি থেকে বুঝে নিন যে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকে**র হক সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। হাদীসে পাকে রয়েছে: "اَوَّلُ مَايُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُه অর্থাৎ কাল কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এই হাদীসে পাকের আলোকে হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিশ্চয় নামায ঈমানের নিদর্শন এবং ইবাদতের মূল। (আত তায়সির শরহে জামেউস সগীর, ১/৩৯১)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! ইসলামে নামাযের যে গুরুত্ব রয়েছে, তা কোন ইবাদতে নাই, নামায ইসলামের মূল শর্ত সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, নামায এক মহান ইবাদত, নামায জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো আমল, নামায হলো নূর, বিনয় ও একাগ্রতার সহিত দু'রাকাত নামায আদায়কারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (মুসলিম, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৪) দু'রাকাত নামায দুনিয়া এবং যা কিছু এতে আছে তা থেকে উত্তম, নামায **আল্লাহ পাকে**র পছন্দনীয় আমল, নামাযের প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে একটি করে নেকী লেখা হয়, একটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, নামাযীকে কিয়ামতের দিন নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, নামায দ্বারা গুনাহ ঝরে যায়, নামায দুই নামাযের মধ্যখানে সংগঠিত গুনাহ সমূহ মুছে দেয়, নামাযী নিরাপত্তার সাথে রাত অতিবাহিত করে, নামায মন্দ কাজ দুরীভুত করে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরও প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম সারিতে

www.dawateislami.net

তাকবীরে উলার সাথে আদায় করার তৌফিক দান করুন এবং নফল নামাযেরও সৌভাগ্য দান করুন। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমা বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামীর অধিনে পুরো পৃথিবীতে হওয়া অসংখ্য **সাপ্তাহিক ইজতিমায়** প্রতি সপ্তাহে হাজারো আশিকনে রাসূল সমবেত হয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করে থাকে, সুন্নাত ও আদব শিখে, মুসলমানের নৈকট্যের বরকত অর্জন করে থাকে, **আল্লাহ পাকে**র ঘরে রাতে ইতিকাফ করার সাওয়াবের ভান্ডার সংগ্রহ করে থাকে, অনেক নেক আমল করার সৌভাগ্য পেয়ে থাকে, ইজতিমার শেষে মাদানী কাফেলার হয়ে থাকে।

এই সাপ্তাহিক ইজতিমার জন্য একটি "**সাপ্তাহিক ইজতিমা বিভাগ**" নামে বিভাগ রয়েছে। যার কাজের মধ্যে ইজতিমার অংশগ্রহনকারী বৃদ্ধি করা, সাপ্তাহিক ইজতিমার ব্যবস্থাপনাকে শরয়ী ও সাংগঠনিক মূলনীতি অনুযায়ী চালানো। কারী ও নাত খাঁ এবং মুবাল্লিগের জাদুয়াল বানানো, তিলাওয়াত ও নাত এবং বয়ানের চিরকুট বানিয়ে সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারকে কমপক্ষে ৭দিন পূর্বে জানানো। ইজতিমার স্থান বিশেষকরে প্রবেশ দ্বারের নিরাপত্তার প্রতি সজাগ হয়ে নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা। স্পিকার, লাইট, জেনারেটর এবং ইউপিএসের (UPS) ব্যবস্থা করা, ওযুখানা ও ইস্তিঞ্জাখানায় পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, ইজতিমার স্থান ও মসজিদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ থাকা, চাটাই ও কাপেট বিছানো এবং ইজতিমার পর উঠিয়ে নেয়া, স্টল, ওযুখানা এবং মসজিদের ছাদে কথাবার্তায় লিপ্ত ইসলামী ভাইদেরকে নম্রতা ও ভালবাসার সহিত ইজতিমায় অংশগ্রহন করানো, প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধামতো স্থানে খাওয়ার পানির ড্রাম

লাগানো, মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও পুস্তিকার ব্যবস্থা করা এবং প্রাইভেট স্টল সমূহে অসাংগঠনিত বই সমূহ যাচাই বাচাই করা, ইজতিমায় আগত ইসলামী ভাইদের গাড়ির জন্য পার্কিং এর ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন বিভাগের স্টল (Stall) লাগানো ইত্যাদি এই বিভাগের দায়িত্ব। **আল্লাহ পাক "সাপ্তাহিক ইজতিমা বিভাগ"**কে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুন। আমিন

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এতক্ষন আমরা বিশেষ করে ঐসকল গুনাহে নিন্দা এবং এর ক্ষতি সম্পর্কে শুনলাম, যা পাপিষ্ঠ এজিদ প্রসার করেছিলো। মনে রাখবেন! গুনাহ হোক ছোট বা বড়, এতে ক্ষতিই ক্ষতি এবং গুনাহে কিরূপ ভয়াবহতা রয়েছে, এর ধ্বংসাত্মকতার অনুমান এই বর্ণনা দ্বারা করুন:

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমন বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, তোমরা **আল্লাহ পাকে**র এই বাণী দ্বারা কখনো ধোকায় থেকো না:

مَنۡ جَآءَ بِالۡحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشۡرُ اَمۡثَالِهَا ۚ وَمَنۡ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزٰۤى اِلَّا مِثۡلَهَا

(পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত ১৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে কেউ একটা সৎকর্ম করবে, তবে তার জন্য তদনুরূপ দশগুন রয়েছে আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করেম তবে প্রতিফল মিলবে না, কিন্তু সেটারই সমান।

কেননা গুনাহ যদিওবা একটিই হয় তবে তার সাথে দশটি (১০) মন্দ স্বভাব নিয়ে আসে: (১) যখন বান্দা গুনাহ করে তখন **আল্লাহ পাক**কে গযব দেয় এবং সে তা পুরো করার শক্তি পায়। (২) সে (অর্থাৎ গুনাহ সম্পাদনকারী) অভিশপ্ত ইবলিশকে খুশি করে। (৩) জান্নাত থেকে দূরে সরে যায়। (৪) জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে যায়। (৫) সে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ অর্থাৎ নিজের প্রানকে কষ্ট দেয়। (৬) সে তার বাতিনকে

www.dawateislami.net

নাপাক করে বসে অথচ তা পবিত্র হয়ে থাকে। (৭) আমল লেখার ফিরিশতা অর্থাৎ কিরামান কাতেবীনদের কষ্ট দেয়। (৮) সে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রওযায়ে মুবারাকায় ব্যথিত করে। (৯) জমিন ও আসমান এবং সমস্ত সৃষ্টিকে নিজের অবাধ্যতার সাক্ষী বানিয়ে দেয়। (১০) সে সকল মানুষের সাথে খেয়ানত এবং **রাব্বুল আলামিনের** অবাধ্যতা করে। (বহরুল মদউ, ৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুগন্ধি লাগানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সুগন্ধি লাগানোর কয়েকটি সুন্নাত ও আদব শুনোর সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শুনি: (১) ইরশাদ করেন: আমার তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিষ পছন্দনীয়: (১) সুগন্ধি, (২) মহিলা এবং (৩) আমার চোখের শীতলতা নামাযে বানানো হয়েছে। (আল মুনবাহাত, ২৭ পৃষ্ঠা) (২) ইরশাদ করেন: চারটি জিনিষ নবীদের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত: বিবাহ, মিসওয়াক, লজ্জা এবং সুগন্ধি লাগানো। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৮৮, হাদীস ৩৮২) ✯ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুগন্ধির উপহার ফেরত দিতেন না। (তিরমিযী, আশ শামায়িল, ২১৬/৫৪০, হাদীস ৫) ✯ জুমার নামাযের জন্য তেল এবং সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত, ৪র্থ অংশ, ১/৭৭৪)

ঘোষণা

সুগন্ধির অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net